সম্প্রসারণ বার্তা

AIS কৃষি তথ্য সার্ভিস

সিরাজগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী ফলদ ও বনজ বৃক্ষমেলা উদ্বোধন ২ | মৌলিক গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দিন ৩ | বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে অভিযোজিত কলাকৌশলরপ্ত করতে হবে-ডিজি, ডিএই ৪ | নাটোরে ৭ দিনব্যাপী বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৬ উদ্বোধন ৫

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৯ তম বর্ষ ■ ৫ম সংখ্যা ■ ভাদ্র-১৪২৩ ■ পৃষ্ঠা ৮

কুড়িগ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কৃষি উপকরণ বিতরণ

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি ২৭ আগস্ট ২০১৬ শনিবার সকালে কুড়িগ্রাম নাগেশ্বরী ও সদর উপজেলা পরিষদ চত্বর হতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ধানের চারা, সবজি-মাসকলাই বীজ ও সার বিতরণ করেন। সাম্প্রতিক বন্যায় গত ২৪ আগস্ট তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় কুড়িগ্রাম জেলায় ১৬৬৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে ধানের চারা, সার ও বীজ দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। কৃষিমন্ত্রী নাগেশ্বরী ও সদর উপজেলার ২০০ জন কৃষকের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ সময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মো. নাসিরুজ্জামান,

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি কুড়িগ্রাম সদরে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করেন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ভাগ্য রাণী বণিক প্রমুখ।

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় উপকরণ বিতরণ আলোচনা অনুষ্ঠানে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক খান মো. নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান জনবান্ধব সরকার সব সময়ই কৃষকের পাশে থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য এ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে কৃষি উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে হলে তিনি সরকারি সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেদের চেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। ইতোমধ্যে পরিশ্রমী ও আত্মপ্রত্যয়ী কৃষকেরা তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়ায় জন্য (৮ম পৃষ্ঠা ১য় কলাম)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি পুনর্বাসন ও কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি কৃষি পুনর্বাসন ও কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা করছেন –কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি মন্ত্রণালয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে অতি বৃষ্টিজনিত বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ১৬টি জেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে নাবি জাতের রোপা আমন ধানের চারা ও সবজি বীজ সরবরাহ করার লক্ষ্যে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। একই সাথে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৪টি জেলায় খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই ও রবি/২০১৬-১৭ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, চীনাবাদাম, ফেলন, খেসারি ও বোরো ধান এবং পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ, গ্রীষ্মকালীন তিল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের (২য় পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

অতি লাভজনক বিনিয়োগ হচ্ছে বৃক্ষরোপণ

–বিভাগীয় বৃক্ষমেলার উদ্বোধনীতে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি –কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশীদ, কৃতসা, সিলেট

বৃক্ষরোপণকে 'হাইলি প্রফিটেবল ইনভেস্টমেন্ট' আখ্যায়িত করে অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পায়। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাকৃতিক শোভা বৃদ্ধির জন্যও বৃক্ষরোপণ জরুরি। তিনি গত ১১/০৮/২০১৬ইং বৃহস্পতিবার সিলেট নগরীর রেজিস্ট্রারি মাঠে বিভাগীয় বৃক্ষমেলা ও বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বন বিভাগ, সিলেটের যৌথ আয়োজনে (২য় পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

সিরাজগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী ফলদ ও বনজ বৃক্ষমেলা উদ্বোধন

–এ.টি.এম. ফজলুল করিম, কৃতসা, পাবনা

সিরাজগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী ফলদ ও বনজ বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানরত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জনাব আলহাজ মো. নাসিম, এমপি

বৃক্ষ শুধু ফল, কাঠ আর ছায়াই দান করে না, মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। জীবন রক্ষার পুষ্টি উপাদান, খনিজ লবণসহ এন্টি-অক্সিডেন্টের মূল উৎস ফল। প্রতিদিন ফল খেলে রোগবালাই হবে না, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। ফলের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়, অক্সিজেন ও মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করা যায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ ভূ-মণ্ডলকে টিকিয়ে রাখার জন্য বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। এ বছর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ফলদ বৃক্ষ রোপণের প্রতিপাদ্য বিষয় 'অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফল বেশিখান' এবং বন বিভাগের প্রতিপাদ্য বিষয় 'জীবিকার জন্য গাছ, জীবনের জন্য গাছ'।

গত ৩১ জুলাই সিরাজগঞ্জ জেলার মুক্তির সোপান চত্বরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সামাজিক বন বিভাগের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহায়তায় অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা উদ্বোধনকালে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মো. নাসিম এমপি. এসব কথা বলেন। তিনি বর্ষার এ মৌসুমে অন্তত প্রত্যেকে ৩টি করে গাছ রোপণ করে সন্তানের মতো যত্ন করে সেগুলো বড় করার প্রতি ও উদাত্ত আহ্বান জানান।

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. বিল্লাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৃক্ষমেলায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা: মো. হাবিবে মিল্লাত, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য সেলিনা বেগম স্বপ্না এবং পুলিশ সুপার মিরাজ উদ্দিন আহম্মেদ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম এবং তার যত্ন পরিচর্যা নিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ওমর আলী শেখ এবং পাবনা সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. আলাউদ্দিন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদিকা জান্নাত আরা হেনরি, সিরাজগঞ্জ পৌর মেয়র সৈয়দ আব্দুর রউফ মুক্তা, জেলা চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের সভাপতি আবু ইউসুফ সূর্য প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে কৃষি ক্ষেত্রে সফল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উৎপাদনে ভূমিকা রাখার জন্য চৌহালী উপজেলা কৃষি অফিসার মো. শাহাদৎ হোসেন সিদ্দিকীকে জনপ্রশাসন পদক প্রদান করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মো. নাসিম এমপি। এরপর হৈমবালা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় এবং বনবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রী ফলদ বৃক্ষের চারা বিতরণ করেন। মেলায় ৩৬টি স্টলের মাধ্যমে বিক্রয়ের নিমিত্তে ফলদ, বনজ, ঔষধি ও সৌন্দর্য বর্ধনকারী ফুলের চারার সমারোহ করা হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি পুনর্বাসন ও কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২৪ আগস্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এ কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

অতি বৃষ্টিজনিত বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত করা, ধান ফসলের মোট উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাসহ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম ও শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই পুনর্বাসন কর্মসূচিটি গৃহীত হয়েছে বলে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী অবহিত করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার পাশাপাশি গম, ভুট্টা, সরিষা, চীনাবাদাম, ফেলন, খেসারি ও বোরো ধান ফসলের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ধরে রেখে কৃষির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দেশের ৬৪টি জেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খরিপ-২ ও আসন্ন রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বলে প্রেস ব্রিফিংয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী অবহিত করেন।

উল্লেখ্য, পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ১৭ হাজার ২১১ জন কৃষক ৫৩ লাখ ৭৪ হাজার টাকার ধানের চারা ও বীজ পাবেন। তাছাড়া, পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫ হাজার কৃষকের মধ্যে শাক ও সবজি জাতীয় ফসলের বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি প্রণোদনার আওতায় ৪ লাখ ১ হাজার ৩০০ কৃষক মোট ৪১ কোটি ৫৬ লাখ ৮ হাজার ৮০০ টাকার ধানের চারা, সার ও বীজ পাবেন। অর্থাৎ সরকার ৬৪ জেলায় সর্বমোট ৪ লাখ ১৮ হাজার ৫১১ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ৪২ কোটি ৯ লাখ ৮২ হাজার ৮০০ টাকার ধানের চারা, সার ও বীজ প্রদান করবে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়সহ কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অতি লাভজনক বিনিয়োগ হচ্ছে বৃক্ষরোপণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষরোপণ মেলা-২০১৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মো. জয়নাল আবেদীন, জেলা প্রশাসক, সিলেট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার জামাল উদ্দীন আহমদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আবুল হাসেম, সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি অব পুলিশ মো. মিজানুর রহমান, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মাইনুল হাসান, পুলিশ সুপার মো. মনিরুজ্জামান ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আশফাক আহমদ।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সিলেটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আর এস এম মুনিরুল ইসলাম। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিক আফতাব চৌধুরী ও সিলেট নার্সারি মালিক কল্যাণ সংস্থার সভাপতি মোখলেছুর রহমান।

দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জানান, যুক্তরাষ্ট্রে আমার নিজের বাগানে একটি অসুস্থ গাছ কাটতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরিদর্শক এসে পরিদর্শন করে এবং কর্তৃপক্ষ নিজেরা গাছ কেটে দেয়। কিন্তু বাগানের মালিক হিসেবে গাছ কাটার ব্যয় আমাকে বহন করতে হয়েছিল। নিজের এ অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের দেশেও একদিন এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং এ ধরনের আইন প্রণয়ন হলে তা বাস্তবায়নের মতো মানসিকতাও এ দেশের মানুষের গড়ে উঠবে।

বিভাগীয় কমিশনার জামাল উদ্দীন আহমদ বলেন, সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান সফল করা সম্ভব। সভাপতির বক্তব্যে সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. জয়নাল আবেদীন বলেন, পরিবেশ রক্ষা ও দুর্যোগ থেকে বাঁচতে আমাদের বেশি করে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের শুরুতে সিলেটের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। পরে রেজিস্ট্রারি মাঠে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করেন।

মৌলিক গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দিন

সিকৃবির সেমিনারে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি

–কৃষিবিদ মোহাইমিনুর রশীদ, কৃতসা, সিলেট

গত ১৩ আগস্ট ২০১৬ শনিবার কেন্দ্রীয় মিলনায়তন, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ 'বিভিসি স্ট্যান্ডার্ড ফর ভেটেরিনারি ইকুইশন' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, মহান স্বাধীনতাবিরোধী কায়েমি গোষ্ঠীর মতো একশ্রেণীর জঙ্গিরূপী মানুষের উত্থান হচ্ছে। একটি বিশেষ শ্রেণীর মহল দেশের মেধাবী এই তরুণদের পথভ্রষ্ট করে ভুল পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই ভুল পথ তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে, সৃজনের দিকে নয়। তাই তরুণ প্রজন্মকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সভাপতি ডা. মো. মনজুরুল কাদেরের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, প্রফেসর ড. মো. গোলাম শাহি আলম, উপাচার্য, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের প্রাক্তন সভাপতি ডা. আব্দুর রউফ মোল্লা।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি আরো বলেন, অন্যসব পেশার ভেটেরিনারিয়ানরাও জাতি গঠনে কাজ করছেন। তিনি বলেন, সরকার সব পেশাকে সমান করার চেষ্টা করছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। তার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কৃষিবিদদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছেন। তাই তিনি ভেটেরিয়ানদের মৌলিক গবেষণায় গুরুত্বের সাথে অধিক সময় দেয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এর প্রফেসর ডা. মো. মোহন মিয়া, ডিন, ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স অনুষদ, সিকৃবি, সিলেট এবং ডা. অচিন্ত কুমার সাহা, উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অফিস, সিলেট। ডা. গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস, ডেপুটি রেজিস্টার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল এবং ডা. শাহজাহান, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার, সিকৃবি, সিলেটের যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে মাঠ দিবস ও চাষি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে মাঠ দিবস ও চাষি সমাবেশ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মমতাজ বেগম, এমপি

'বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বের দরবারে একটি রোল মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের সবার সহযোগিতায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা এ সরকারের সাথে আছেন বলেই দেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আমরা অচিরেই মধ্যম আয়ের দেশে পা দিতে যাচ্ছি'। হারভেস্ট প্লাস বাংলাদেশের সহযোগিতায় ১৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলা চত্বরে রোপা আমন চাষিদের মধ্যে জিংকসমৃদ্ধ ব্রি ধান ৬২ জাতের বীজ বিনিময় ও পাটচাষিদের পাটের রিবন রেটিং প্রদর্শন উপলক্ষে মাঠ দিবস ও চাষি সমাবেশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম এ কথা বলেন।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, সরকার আপনাদের পাশে আছে। আজকে যেসব সরঞ্জাম দেয়া হচ্ছে সেগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন, অন্যকে সহযোগিতা করবেন। এ ছাড়াও আরো সরকারের দেয়া বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবেন।

সিংগাইর এলাকাটা সবজির জন্য বিখ্যাত, বিশেষ করে গাজর। এজন্য এখানে একটা কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, একটা-দুইটা-পাঁচটা গাজরের ওপর মায়া করে এক বস্তা-পাঁচ বস্তা-দশবস্তা গাজর পচিয়ে ফেলি। যারা গাজর রাখবেন, তারা খুব সতর্ক থাকবেন। কারণ সব গাজর স্টোরে রাখা যায় না, কিছু কিছু গাজর থাকে তাৎক্ষণিক উঠিয়ে বিক্রি করতে হবে ও খেতে হবে। স্টোরের রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময় জমিতে রাখতে হয় ও বাছাই করে নিতে হয়। দুই-একটি দাগওয়ালা গাজরের জন্য সব গাজর নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মানিকগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক রাশিদা ফেরদৌসের সভাপতিত্বে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান; বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. কামাল উদ্দিন; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঢাকা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. আবদুল মুঈদ ও মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট গোলাম মহীউদ্দিন। অনুষ্ঠান শেষে চাষিদের মধ্যে জিংকসমৃদ্ধ ব্রি ধান ৬২ ও পাট ছাড়ানোর যন্ত্র রিবনার বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে কৃষি গবেষণায় তথ্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

ARMIS *শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্*

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের উদ্যোগে ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখ কাউন্সিলের সভাকক্ষে 'কৃষি গবেষণায় তথ্য ব্যবস্থাপনা' (Agricultural Research Management Information System- ARMIS) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় কৃষি সচিব বলেন, নতুন নতুন গবেষণা ছাড়া কৃষি এগোতে পারবে না। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে কোন অঞ্চলের কৃষি কোন দিকে যাবে, এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যৎ কৃষি হুমকির মধ্যে পড়বে। তিনি বলেন, ফসল নির্বাচন, শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি, নতুন জাত উদ্ভাবন, সেচ সুবিধা, কৃষকদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার বিষয়ে কৃষি বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের অনেক অবদান রয়েছে।

ফসল উৎপাদনে যেকোনো ধরনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার জন্য আরো উন্নত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষকদের আহ্বান জানান।

কর্মশালায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিএআরসির আরমিস প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর হাসান মো. হামিদুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন বিএআরসির কম্পিউটার ও জিআইএস ইউনিটের পরিচালক মো. আবিদ হোসেন চৌধুরী। উল্লেখ্য, ১৯৭১-২০১৫ পর্যন্ত নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণালব্ধ ফলাফল তথ্য ব্যবস্থাপনায় স্থান হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৬৫০০টি তথ্য এতে স্থান পেয়েছে।

আয়োজিত এ কর্মশালায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ভাগ্য রাণী বণিক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: কামাল উদ্দিন, কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রতিনিধি, বিএআরসির সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১০০ জন কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করেন।

বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে অভিযোজিত কলাকৌশল রপ্ত করতে হবে - ডিজি, ডিএই

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

কুড়িগ্রাম রৌমারী উপজেলা পরিষদ হলরুমে জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও সুধীজনের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্যরত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান

সাম্প্রতিক ভারী বর্ষণ ও উজানের পাহাড়ি ঢলে রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলা বন্যাপরবর্তী ক্ষতি নিরূপণ ও কৃষি বিভাগ কর্তৃক চাষিদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম তদারকি করতে মাঠ সফর করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান। রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার বন্যায় আক্রান্ত ২২ উপজেলায় মোট দণ্ডায়মান ফসলি জমি ৩৬২,০৫১ হেক্টরের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমির পরিমাণ ১৩,৪৮৬ হেক্টর, যা মোট ফসলি জমির শতকরা ৩.৭৩ ভাগ। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা কুড়িগ্রাম এবং উপজেলা রৌমারী। এসব জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রোপা আমন বীজতলা। এ ছাড়া রোপা আমন, পাট, শাকসবজি, কলা ও আউশ ধানের জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মাঠ সফরকালে তিনি কাউনিয়া উপজেলায় ভাসমান বীজতলা, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে আপদকালীন বীজতলায় আমনের নাবি জাতের বীজ ছিটিয়ে শুভ উদ্বোধন করেন। তিনি কুড়িগ্রাম জেলা সফরকালে রৌমারী উপজেলার বন্দবেড় খেয়াঘাট ও দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে দুই ভিন্ন চাষি সমাবেশে মতবিনিময় করেন। এ ছাড়া তিনি রৌমারী উপজেলা পরিষদ হলরুমে জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মো. রুহুল আমিন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. শাহ আলম, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান বঙ্গবাসী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুড়িগ্রামের উপপরিচালক মো. মকবুল হোসেন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার মো. আবু সায়েম, সাবেক এমপি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. জাকির হোসেন প্রমুখ। রৌমারী উপজেলা কৃষি অফিসার মোহাম্মদ আজিজল হক জানান, ব্রহ্মপুত্র ও জিঞ্জিরাম নদীর প্রবাহে সৃষ্ট বন্যায় দন্ডায়মান ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জনপ্রতিনিধিগণ সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানান।

মহাপরিচালক ডিএই বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিজস্ব উদ্যোগে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হর্টিকালচার সেন্টার, জেলা অফিস প্রাঙ্গণে নাবি রোপা আমনের চারা তৈরি করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ধান ও সবজির ভাসমান বীজতলা তৈরি, পর্যাপ্ত পরিমাণ আমনের নাবি জাতের উফশী বা স্থানীয় জাতের বীজ-চারার সহজলভ্যতা, ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আগাম রবিশস্য যেমন- শাকসবজি, মাসকলাই, সরিষা, গম, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি চাষে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর জেলার সম্মেলন কক্ষে আগের নির্দেশনা অনুযায়ী সব ছুটি বাতিল করে সব কর্মকর্তাকে কৃষকের পাশে সার্বক্ষণিক থেকে পরামর্শ দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। বন্যা-বন্যাপরবর্তী করণীয় ভিডিও বার্তা ও প্রচারপত্র দ্রুত এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি তথ্য সার্ভিসকে যৌথভাবে কাজ করে যাওয়ার অনুরোধ করেন। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদের কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। বন্যা বা যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোনোভাবেই সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তবে অভিযোজিত বিভিন্ন কলাকৌশল রপ্ত করে এর ক্ষতির মাত্রাকে কমিয়ে আনা যেতে পারে বা ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যেতে পারে।

কুমিল্লায় সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় লেবুজাতীয় ফলের উৎপাদন কৌশলের তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

–মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কুমিল্লায় সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের (বিএআরআই অঙ্গ) অর্থায়নে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লায় ৮ আগস্ট/১৬ তারিখে লেবুজাতীয় ফসলের উন্নত কলাকৌশল শীর্ষক তিন দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের তথ্য মতে, একজন মানুষ সুস্থ থাকার জন্য দৈনিক ১১৫-১২৫ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন, উৎপাদনের অভাবে আমরা খেতে পারছি মাত্র গড়ে ৩৫-৪৫ গ্রাম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে লেবুজাতীয় ফলের উৎপাদন বাড়িয়ে পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে এসব ফলের চাষ নিশ্চিত করার জন্য এ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন-কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিবিদ যুগল পদ দে। তিনি বলেন, বিদেশি ফলের চেয়ে আমাদের দেশীয় ফলে রয়েছে অধিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদান। তিনি বারি মাল্টা-১ এর উদাহরণ দিয়ে বলেন, এ ফলটি পরিপক্ব হলেও সবুজ থাকে, কিন্তু এটি অধিক পুষ্টি সমৃদ্ধ এবং খুবই সুস্বাদু। আমাদের দেশি ফলে অধিক পুষ্টি রয়েছে, এসব তথ্য সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য উপস্থিত সব কর্মকর্তাকে তিনি আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন- ড. মো. আজমত উল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক, সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, কৃষিবিদ মো. আসাদুল্লাহ, উপপরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা, কৃষিবিদ মো. আবু নাসের, উপপরিচালক, ডিএই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কৃষিবিদ মো. আলী আহাম্মদ, উপপরিচালক, ডিএই, চাঁদপুর। সভাপতিত্ব করেন -ড. সামসুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই, কুমিল্লা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড. মো. মসিউর রহমান।

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ যুগল পদ দে

ভোলায় সিসা-এমআই প্রকল্পের ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

–নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

ইউএসএআইডির অর্থায়নে আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট) এবং আইডিই বাংলাদেশ আয়োজিত সিসা-এমআই প্রকল্পের গত অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন এবং আগামী অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার ওপর দিনব্যাপী কর্মশালা গত ২৬ জুলাই ভোলা জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. জাকির হোসেন মহিনের সভাপতিত্বে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উপপরিচালক প্রশান্ত কুমার সাহা, জেলা মৎস্য অফিসার মো. রেজাউল করিম, লালমোহনের উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মোশাররফ হোসেন, বোরহানউদ্দিনের উপজেলা কৃষি অফিসার মো. ওমর ফারুক, সিমিট বরিশাল হাবের কো-অর্ডিনেটর হীরা লাল নাথ, আইডিই বাংলাদেশের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. মোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন, আধুনিক কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ অত্যাবশ্যক। বর্তমানে কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে জমি কর্ষণ থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে শ্রম এবং অর্থ সাশ্রয় সম্ভব। তিনি আরও বলেন, বোরহানউদ্দিন উপজেলার চর লতিফে শুধু আমন ধান চাষ হতো। এখন এর পাশাপাশি গম, ভুট্টা, পিয়াজ, রসুনসহ অন্যান্য ফসল চাষ হচ্ছে। তাই যেসব চর এলাকায়

বছরের অধিকাংশ সময় পতিত পড়ে থাকে, সেসব স্থানে চাষের আওতায় আনতে হবে। তবেই এ জেলা হবে খাদ্যে আরও উদ্বৃত্ত। কর্মশালায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি সংশ্লিষ্ট জিও-এনজিও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে প্রকল্পের আগামী অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এতে কৃষকসহ ডিএই, বিএডিসি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, মৎস্য অধিদপ্তর এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন ।

নাটোরে ৭ দিনব্যাপী বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৬ উদ্বোধন

–মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

নাটোরে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি আলহাজ শফিকুল ইসলাম শিমুল, এমপি

গত ০৯ আগস্ট-২০১৬ বিকেল ৪টায় স্থানীয় নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলেজ মাঠে নাটোর জেলা প্রশাসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের যৌথ আয়োজনে ৭ দিনব্যাপী বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয় ।

মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নাটোর-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ শফিকুল ইসলাম শিমুল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাজেদুর রহমান খান, নাটোর জেলার সহকারী পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার হোসেন, রাজশাহী সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. ইমরান আলী, নাটোর জজ কোর্টের পিপি অ্যাডভোকেট মো. সিরাজুল ইসলাম। এতে সভাপতিত্ব করেন নাটোর জেলা প্রশাসক মো. খলিলুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাটোরের উপপরিচালক আলহাজ উদ্দিন আহম্মেদ। তিনি মেলার তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, বৃক্ষ শুধু আমাদের অক্সিজেন দেয় না, বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমিক্ষয় রোধ, জৈবসার উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। তিনি উপস্থিত সবাইকে কমপক্ষে ৩টি করে ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণ করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি তাদের নিজ নিজ বক্তব্যে ফলদ, বনজও ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণ ও তার পরিচর্যারও গুরুত্বারোপ করে মেলা অঙ্গন থেকে বেশি বেশি চারা সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানান।

সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, এক বিঘা জমিতে যে পরিমাণ ফসল পাওয়া যায় তার চেয়ে ফলদ, বনজ কিংবা ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করলে ৭ গুণ বেশি মুনাফা পাওয়া যায়। তাই তিনি পরিবেশ রক্ষার জন্য সবাইকে মেলার গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনটি করে গাছ লাগানোর অনুরোধ জানান।

মেলায় সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মোট ১৮টি স্টল স্থাপন করে তাদের নিজ নিজ বিভাগের কর্মকান্ড প্রদর্শনী করে। মেলায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক-কৃষাণী ও রাজনীতিবিদসহ প্রায় ৬০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ শাহাদৎ হোসাইন সিদ্দিকীর জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ অর্জন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ গ্রহণ করছেন জনাব শাহাদৎ হোসাইন সিদ্দিকী, উপজেলা কৃষি অফিসার, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ

টেকনাফে পানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে বিলাতি ধনিয়ার আবাদ

–অপর্ণা বড়ুয়া, এআইসিও, কৃতসা, চট্টগ্রাম

মূল ফসলের সাথে সাথী ফসলের আবাদ লাভজনক। পান আবাদে এই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়েছে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায়। এবারই সর্বপ্রথম টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া, মাথাভাঙ্গা, কচ্ছপিয়া ও টেকনাফ সদর ইউনিয়নের কৃষকরা শতাধিক নতুন পান বরজের ভেতরে সাথী ফসল হিসেবে বিলাতি ধনিয়ার আবাদ শুরু করেছেন। খুব সহজে নতুন পানের বরজের ভেতর পান লতার দুই সারির মাঝখানের খালি জায়গায় স্বল্প খরচে বিলাতি ধনিয়ার চাষ করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষকের অনুকূলে থাকায় বিলাতি ধনিয়া পাতার ফলনও হয়েছে বেশ ভালো। ৩-৪টি বিলাতি ধনিয়া পাতার একটি আঁটি খোলা বাজারে সর্বনিম্ন ৫ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। গেল রমজানে খুচরা বাজারে বিলাতি ধনিয়া বিক্রয় করে কৃষকরা আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হয়েছেন। মাথাভাঙ্গা গ্রামের কৃষক খালেক, মাজেদ, নুরুল হক, হাসান আলী, রহিম উল্লাহর মতে পানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে বিলাতি ধনিয়া চাষ করলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি তা পোকামাকড় প্রতিরোধেও সহায়তা করে। এ ব্যাপারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করছেন।

পানের বরজের ভেতর বিলাতি ধনিয়ার আবাদ

কুমিল্লা বরুড়া উপজেলায় ছয় দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষ মেলার বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা

–মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মো. আসাদুল্লাহ্, উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা জেলা

সুস্থ যদি থাকতে চান দেশি ফল বেশি খান। দেশি ফলের গাছ লাগালে অর্থ পুষ্টি সবই মিলে। কুমিল্লা বরুড়া উপজেলায় ১০ আগস্ট-১৬ তারিখ হতে ছয় দিনব্যাপী বরুড়া উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগের আয়োজনে উপজেলা কমপ্লেক্সে ফলদ বৃক্ষ মেলার বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সুস্থ থাকার জন্য আমাদের প্রতিদিনই প্রায় ২০০ গ্রাম ফল খেতে হয়। আবার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফল বাগান করলে অন্যান্য ফসলের তুলনায় আর্থিক সমৃদ্ধি বেশি অর্জন করা যায়। অর্থাৎ ফলের গুরুত্ব সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য এ মেলার উদ্দেশ্য।

বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও মেলা উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মো. আসাদুল্লাহ্, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা জেলা। প্রধান অতিথি মেলা ও র‍্যালি শেষে উপজেলা মিলনায়তে আলোচনা সভায় তার বক্তব্যে বলেন কুমিল্লা হলো বহু যুগ আগ থেকেই কৃষি প্রযুক্তিতে এগিয়ে। তাই এবার লটকন গাছসহ অন্যান্য ফল গাছ লাগিয়েও দেশের শ্রেষ্ঠ উপজেলার কাতারে বরুড়াকে নিতে হবে। তিনি উপস্থিত সব জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে একটি স্লোগান দিয়ে বলেন- লটকনের একটি চারা লাগাই, নতুন একটি স্বপ্ন বাড়াই। ফলদ বৃক্ষ মেলার বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা ও মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন- উপজেলা কৃষি অফিসার, তারিক মাহমুদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন আবদুল খালেক চৌধুরী, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বরুড়া, মো. কামাল হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বরুড়া, শাহীনা মমতাজ হ্যাপী, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বরুড়া। সভাপতিত্ব করেন মোছা. লুৎফুন নাহার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বরুড়া। মেলায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকে একটি করে লটকনের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

কক্সবাজার জেলায় শস্যবিন্যাস পর্যালোচনা ও উন্নয়ন সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–মো. আশরাফুল আলম কুতুবী, কৃতসা, কক্সবাজার

উপজেলাভিত্তিক শস্যবিন্যাসের ডাটাবেজ তৈরি করা এবং সম্ভাবনাময় ফসলাদির বিন্যাস চিহ্নিত করা এ লক্ষ্য নিয়ে গত ০৭/০৮/১৬ইং তারিখে কক্সবাজার জেলার ঝিলংজা হর্টিকালচার সেন্টারের প্রশিক্ষণ হলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাইস ফার্মিং সিস্টেম বিভাগ দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করে। জেলার আটটি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনাড়ম্বর এ কর্মশালায় প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার ড. অভিজিৎ সাহা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্মশালার মূল বিষয় এবং এর উপযোগিতার কথা তুলে ধরেন।

জনাব আ ক ম শাহরিয়ার, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কক্সবাজার বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি শস্যবিন্যাস খুবই জরুরি। টেকসই ফসল উৎপাদনের জন্য এটি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। বক্তব্য শেষে তিনি কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

কর্মশালায় শুরুতেই ৮টি উপজেলাকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করে প্রতি ভাগে ২ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে সংযুক্ত করে বিদ্যমান শস্যবিন্যাস পর্যালোচনা ও উন্নয়ন সম্ভাবনা বিষয়ে তিন ঘণ্টা ধরে পর্যালোচনা করেন। তারা বিভিন্ন কারণ ও সময় বিশ্লেষণ করে পতিত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ফলন বাড়ানোর বিভিন্ন ফসলের সময় অনুযায়ী আবাদের ব্যবস্থা, উপজেলাভিত্তিক বিভিন্ন ফসল, জমির উচ্চতা, নিচুতা নদীনালা, সেচ সম্ভাবনা, মাটির বিন্যাস, পাহাড়ি জমির অবস্থা ইত্যাদি চিহ্নিত করেন এবং এসব বিষয় বিবেচনাপূর্বক গবেষণা থেকে ফসলভিত্তিক শস্যবিন্যাস তৈরি করে পরবর্তীতে তা মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে পারলে ফলন অবশ্য বাড়বে বলে আশা করেন ড. অভিজিৎ সাহা।

প্রশিক্ষণে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এসএসও এবং প্রকল্প পরিচালক, ড. মো. নাসিমসহ অন্য গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীতে ৫ দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষমেলা-২০১৬ উদ্বোধন ও সেমিনার

রাজশাহীতে ফলদ বৃক্ষমেলা-২০১৬ উপলক্ষে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি জনাব মো. আব্দুল হান্নান, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

গত ৪ আগস্ট রাজশাহী জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহীর উদ্যোগে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন গ্রীন প্লাজা চত্বরে ৫ দিনব্যাপী ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষমেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহীর উপপরিচালক কৃষিবিদ দেব দুলাল ঢালীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী মো. আব্দুল হান্নান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাজশাহী কাজী আশরাফ উদ্দিন জেলা প্রশাসক, রাজশাহী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা জেবিননেছা সুলতানা, রাজশাহী বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. ইমরান আহমেদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবা, মো. সেলিম হোসেন ও রাজশাহী জেলার কৃষকলীগের সভাপতি মো. রবিউল আলম বাবু।

উদ্বোধনীর শুরুতে সুধীবৃন্দের শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে বৃক্ষমেলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মো. সামছুল হক। শুভেচ্ছা বক্তব্য শেষে ফলদ বৃক্ষের প্রবন্ধ উপস্থপন করেন অতিরিক্ত উপপরিচালক শস্য কৃষিবিদ কেজেএম আব্দুল আউয়াল। তিনি ফলদ বৃক্ষের সব তথ্য সুন্দরভাবে তুলে ধরেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হচ্ছে খাদ্য। ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে ক্রমবর্ধমান মানুষের খাদ্যের জোগান দেয় কৃষি। তাই মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সময় উপযোগী ফলদ ও বনজ বৃক্ষমেলা কৃষকসহ আপামর জনসাধারণকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগাতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তিনি উপস্থিত সর্বস্তরের মানুষকে ৩টি করে ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা সংগ্রহ করে রোপণ করার জন্য আহ্বান জানান।

সভাপতি মহোদয় বলেন, এ মেলায় কৃষকের স্ব-উদ্ভাবিত কৃষি পণ্যের প্রদর্শন ছাড়াও দ্রুত কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়ে জেনে কৃষকরা জ্ঞানলাভ করতে পারবেন। তিনি মেলায় উপস্থিত সবাইকে বসতবাড়ি আঙ্গিনায় ও বাড়ির ছাদে বড় বড় টবে বিভিন্ন ফলদ বৃক্ষ রোপণ করে পুষ্টিসহ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য বিভিন্ন জাতের কমপক্ষে ৩টি করে ফলদ বৃক্ষের চারা সংগ্রহ করে রোপণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৫ দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষমেলায়, ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারিসহ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্যোগে বিলুপ্ত প্রায় দেশীয় প্রজাতির ফল প্রদর্শন বিষয়ক স্টলসহ ২৫টি স্টল অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধন পর্বে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ১০০০ কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

ফুলবাড়িয়ায় তিন দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষ মেলা-২০১৬ অনুষ্ঠিত

–নুরজাহান আক্তার, কৃতসা, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় ফলদ বৃক্ষমেলা ২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি মো. মোসলেম উদ্দিন, এমপি

ফুলবাড়িয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে গত ২৬ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ বিকেল ৩টায়, ফুলবাড়িয়া উপজেলা কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী ফলদ ও বৃক্ষমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। 'অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফল বেশি খান' এই স্লোগান নিয়ে তিন দিনব্যাপী 'ফলদ ও বৃক্ষমেলা-২০১৬' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, প্রধান অতিথি অ্যাডভোকেট মো. মোসলেম উদ্দিন, জাতীয় সংসদ সদস্য, ১৫১ ময়মনসিংহ-৬।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নাসরিন আক্তার বানু, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। তিনি তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, আমাদের খাদ্য চাহিদা মিটলেও পুষ্টির অভাব রয়েছে। ফলের চাষ না করলে আমাদের পুষ্টির অভাব পূরণ করা সম্ভব হবে না। তিনি কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মো. মোসলেম উদ্দিন বলেন, দেশি ফল বাজার থেকে না কিনে গাছ লাগিয়ে উৎপাদিত ফল খেতে হবে। তিনি 'অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফল বেশি খান' প্রতিপাদ্যের বিশ্লেষণ করে এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি সবাইকে বেশি করে বৃক্ষ রোপণ করার আহ্বান জানিয়ে মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

'ফলদ ও বৃক্ষমেলা-২০১৬' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব শারমিন সুলতানা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ; পৌরসভা মেয়র গোলাম কিবরিয়া; সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফৌজিয়া সিদ্দিকা; অফিসার ইনচার্জ রিফাত খান রাজিব; অ্যাডভোকেট ইমদাদুল হক সেলিম, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবু বকর ছিদ্দিক এবং কৃষকলীগ সভাপতি উসমান গনি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষক আবদুল ওয়াদুদ আকন্দ দুদু, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ নুরজাহান আক্তারসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

চট্টগ্রামে সমাপ্ত হলো তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি ও ফলদ বৃক্ষমেলা ২০১৬

–আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

ফলদ বৃক্ষের চারা বিতরণ করছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন

৪-৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের উদ্যোগে নগরীর আগ্রাবাদস্থ খামারবাড়ি চত্বরে অনুষ্ঠিত হলো তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি ও ফলদ বৃক্ষমেলা ২০১৬। ৪ আগস্ট ২০১৬ বিকেল ৪ ঘটিকায় মেলাটির শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন, মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম। মেলাটির উদ্বোধন করে তিনি বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি কর্নার ও স্থাপিত স্টলসমূহ পরিদর্শন করেন এবং নব উদ্ভাবিত বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ, পানি সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তি, নিরাপদ সবজি উৎপাদন, ছাদে কৃষিসহ বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে অবগত হন। মেলা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফল বেশি খান। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব মেজবাহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি কৃষিবিদ মো. বছির উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম। মূল কারিগরি ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষিবিদ মো. আমিনুল হক চৌধুরী, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

প্রধান অতিথি জনাব আ. জ. ম. নাছিরউদ্দীন তার বক্তব্যে বলেন, দেশে এক সময় খাদ্য ঘাটতি ছিল। মানুষ না খেয়ে কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু জমি কমেছে অথচ মানুষ বহুগুণ বাড়ার পরও দেশ এখন খাদ্যে উদ্বৃত্ত। এ সফলতা কৃষকের আর কৃষির সাথে যে সব দপ্তর জড়িত তাদের। সেই সাথে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক নির্দেশনা আর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলেই খাদ্য উৎপাদনে দেশের এ সফলতা এসেছে। চট্টগ্রামকে সবুজ নগরী করার যে স্বপ্ন আমরা দেখছি তাতেও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আমাদের সার্বিক সহায়তা করার মাধ্যমে চট্টগ্রামকে গ্রিন সিটিতে পরিণত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন জনাব মো. আজিজুর রহমান সিদ্দিকী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রভাতী দেব, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বিজ্ঞানী ড. আমিন, উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের উপপরিচালক জনাব মো. জহিরুল ইসলাম, স্থানীয় ২৭ নং দক্ষিণ আগ্রাবাদ ওয়ার্ড কাউন্সিলার জনাব এইচ এম সোহেলসহ অন্য গণ্যমান্য ব্যক্তি। উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক নির্বাচিত হওয়ায় অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব মেজবাহ উদ্দিনকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত কৃষক-কৃষাণীদের মধ্যে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

৬ আগস্ট ২০১৬ সন্ধ্যা ৭টায় মেলার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের উপপরিচালক মো. আমিনুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শুভেচ্ছা স্মারক ও সনদপত্র বিতরণ করেন কৃষিবিদ মো. বছির উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল।

পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি অপরিহার্য

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ প্রতীপ কুমার মণ্ডল

দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে বাড়াতে হবে বিদ্যমান শস্য নিবিড়তা। বর্তমান ধানভিত্তিক প্রধান শস্য বিন্যাসে পরিবর্তন এনে তাতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বিভিন্ন ডাল-কন্দাল ও তেলজাতীয় ফসলের আবাদ। এতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের

পাশাপাশি কৃষক আর্থিকভাবেও লাভবান হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ খামারবাড়ি চত্বরে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্মশালায় বক্তারা এ মনোভাব ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ প্রতীপ কুমার মণ্ডল। ডিএই চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. বছির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হাটহাজারীর অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মো. রফিকুল ইসলাম এবং প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মুহাম্মদ মাইদুর রহমান। কর্মশালায় চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও কক্সবাজার জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা-উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের কর্মকর্তা, উপকার ভোগী কৃষক; বিএডিসি, বারি, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কৃষক দলের মধ্যে ভাড়াভিত্তিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করার পাশাপাশি শস্য উৎপাদন ও পুষ্টি বিষয়ক হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে বিভিন্ন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে চর, হাওর ও দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশের ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে।

কুড়িগ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কৃষি উপকরণ বিতরণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কৃষকদের সাধুবাদ জানান। তিনি জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৯ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছিল। স্বীকৃতিস্বরূপ সে সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সেরেস পুরস্কার দেয়া হয়। পরবর্তীতে পটপরিবর্তনে আবারও দেশ খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হয়। বর্তমানে আবারও দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শ্রীলঙ্কায় চাল রপ্তানি ও ভূমিকম্পের পর সাহায্য হিসেবে চাল পাঠানো বাংলাদেশের চাল উৎপাদনের সামর্থ্যেরই বহিঃপ্রকাশ।

কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন বাংলাদেশ চাল, সবজি, ফল, আলু, পাট উৎপাদনে সফলতা দেখিয়েছে। তবে আমরা বিশ্বে শীর্ষে যেতে চাই। সফলতার নেপথ্য কারিগর বর্তমান সফল কৃষিমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব। তিনি বলেন, আমরা শিগগির মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছি। এ দেশের কৃষকদের বন্যা মোকাবেলা করার সাহস, মেধা ও যোগ্যতা আছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আজকের এ উদ্যোগ। তিনি তার বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বন্যা পুনর্বাসন ও প্রণোদনা প্যাকেজ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান বলেন কয়েক বছর ধরে ভারী বর্ষণ ও উজানের ঢলে রংপুর অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা হচ্ছে। এবারের বন্যা জুলাইয়ের শেষে হওয়ায় আমন রোপণ বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্ক নেই। তিনি বলেন, এ অঞ্চলের কৃষকেরা উঁচুস্থানে ও ভাসমান বীজতলা করে বন্যাকে জয়লাভ করার চেষ্টা করছেন। এর আগে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শুক্রবার রাত ৮টায় কুড়িগ্রাম সার্কিট হাউজে রংপুর অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয় অধীন সব সংস্থার প্রধানদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় রংপুর অঞ্চলের সার্বিক কৃষি এবং সাম্প্রতিক বন্যা ও বন্যা পরবর্তী গৃহীত কার্যক্রমের ওপর উপস্থাপন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. শাহ আলম। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তার বক্তব্যের শুরুতে কৃষিতে সমৃদ্ধ রংপুর অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাধুবাদ জানান। তিনি উত্তরাঞ্চলে ধান - ধান - ধান ফসল ধারার পরিবর্তে গম, ভুট্টা, ডাল, তেল ফসল আবাদের দিকে যেতে আহ্বান জানান। তিনি বোরোর আবাদ কমিয়ে আউশের আবাদ বাড়ানো এবং অর্থকরী ফসল হিসেবে সুগন্ধী ধানের আবাদ বাড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সার্বক্ষণিক পাশে থেকে কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মতবিনিময় সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বীজ প্রত্যয়ন এজন্সী, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হর্টিকালচার সেন্টার ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের দপ্তর প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA)

(সংকলিত)

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ১৯৬১ সালে প্রথম কৃষি গবেষণা কর্মকান্ড শুরু হয় এবং এর গুরুত্ব ও অবদান বিবেচনা করে ১ জুলাই ১৯৭২ সালে একটু বড় পরিসরে পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর এ গবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৭৫ সালে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture (INA) নামে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটি ১৯৮২ সনে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে একটি জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করে। বর্তমান সরকারের গত ৭ বছরে এ প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি হলো-

* বর্তমান সরকারের গত সাত বছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৯টি ফসলের ৪২টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে;
* বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাতের ফলিত গবেষণা ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মোট ১৩৮০০টি পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী/ব্লক প্রদর্শনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে চাষিদের মাঝে জাতগুলোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
* গত ৭ বছরে বিনা উদ্ভাবিত উন্নত ও উচ্চফলনশীল জাতের ৭১০.০০ টন বীজ উৎপাদন এবং ডিএই, বিএডিসি, এনজিও, বীজ ব্যবসায়ী ও কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে;
* ১২ ফসলের বিভিন্ন জাতের মোট ১,৫০,০০০ কপি এবং ৬টি বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি পরিচিতি ২৫ হাজার কপি এবং BINA Profile এর ৫০০০ কপি মুদ্রণ করা হয়েছে;
* নতুন ৩টি গবেষণা বিভাগ (বায়োটেকনোলজি, হর্টিকালচার ও কৃষি অর্থনীতি বিভাগ) ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭টি জেলায় (খাগড়াছড়ি, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, নোয়াখালী, গোপালগঞ্জ, বরিশাল ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) নতুন ৭টি উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বেশ কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে গবেষণা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে;
* এ ছাড়া ১৭টি নন-কমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিভিন্ন শস্যের নতুন জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত ১০,৫০০ কিলো কুরি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গামা সোর্স স্থাপন, বৈরী আবহাওয়া, লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্ন সহিষ্ণু বিভিন্ন শস্যের নতুন জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের আই আর এম এস যন্ত্র স্থাপন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ মনিটরিং ও নিরাপত্তার নিমিত্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ হেলথ ফিজিক্স ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। বিনার প্রধান কার্যালয়ে ওয়াই-ফাই জোন/ইউটিপি ক্যাবলের মাধ্যমে LAN স্থাপন করা হয়েছে;
* কৃষিতে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৩ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৮ (রৌপ্য পদক) এবং ২০১৪ সালে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯' (স্বর্ণ পদক) পুরস্কার লাভ করে।

সম্পাদক: কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ
কম্পিউটার কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার(অ.দা) মো. নূর ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত